প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৫৬
প্রকাশক :
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাচী প্রকাশ
৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৫
মুদ্রাকর :
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস্ প্রিণ্টার্স্
৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৫

শিলাবতী

সরযূপতি সিংহ



বহুদিন পর আজ আবার
আলো দেখলুম—
মনে হ'ল কত যুগ যুগান্ত
পার হ'য়ে গেছে।
—আমার দিগন্তে আবার আলোর রেখা

এ আলো আমার আলেয়া নয়—,
এরা সেই সাত রঙের আভাস ঃ
ওদের দেখি সূর্য ওঠার আগে।
ঃ আমার পরম আগমনী।

তোমার চোখে জল দেখলুম
অনেক নীরবতার পর—,
(চোখের জলেই সেতু বন্ধন)।
মনে হল' যেন যুগ যুগান্ত
পার হ'য়ে গেছে।



দেখেছি জীবন অনেক রাত্রে
জ্যোৎস্নায় চঞ্চল—,
পাতায় পাতায় স্বপ্ন আবেশ
কিছু কুয়াসারা আর—,
সূর্য তখন সুপ্তি গভীর
হাজার যোজন দূর।

তোমার নয়ন এরই মাঝে ভাসে
আমার কল্পলোকে ;
মায়াময়ী, সখি, আলো ছায়া ঘেরা
বন জ্যোৎস্নার রাত।



ভিজে দিন পৃথিবীর—,
কৃষ্ণচূড়া ফুল ঝরে পথে—,
হাওয়ায় দমক লাগা আশ্বাসের মত
তোমার করুণ চোখে
মাধবীরা ফোটে।

এখন আমার মনে
সব ভোলা দু'টী তারা জাগে—
তোমার নয়নে চেয়ে
পাশে বসে থাকা—
—এ আকাশ আজও ভালো লাগে।



আমার কথা কি কোনো দিনই বুঝবে না—
তোমার সেই বাঁধা বুলির না :
ঐ এক কথার দুস্তর সাগর
রচনা করে চলবে ?

আমার মনের উত্তাল ঢেউএর দোলা
তাতে তোমায় দুলিয়ে দিতে চাই,—
কিংবা একটানা বনমর্মর
তোমার মনকে দেশান্তরী করবে—
: এই আমার সাধনা।
তারও উত্তর এল তোমার
বরফ জমা মনের ছোঁয়ায়
ছোট্ট একটী 'না'-য়ে।
চকিত একটু রজনীগন্ধার সৌরভ
তাও তোমার কাছে মূল্যহীন।

আজ আমি অরণ্য-মাতন মন নিয়ে
তোমার দ্বারে দাঁড়ালুম—
তাকে জানি ব্যর্থ করে দেবে—,
বুঝতে চাইবে না কেন আমি এলুম।
(কী করে তোমায় বোঝাব আমার আমিকে)

তোমার অস্বীকৃতির বাইরে
কোন মুহূর্তে মূর্ত হব আমি—
সেই চরম ক্ষণের শুভ লগ্ন
কখন প্রভাত হবে।

And tomorrow is another day

আবার প্রভাত হবে কাল।
নতুন সূর্যে রাঙাবে নতুন স্বপ্ন
কাল প্রাতে আর এক নতুন দিন ॥

রাত্রি শেষে পৃথিবীর নবজন্ম,—
কলের চাকায় জাগাবে মাঙ্গলিক
সন্ধ্যার ক্লান্তি রূপ পাবে প্রাতের উৎসাহে
নব শক্তির আমন্ত্রণে।

কাল প্রত্যূষে আর এক নতুন দিন ॥

●

আমার চাঁপা আর করবী গাছের ডালে ডালে
এক মাত্র প্রশ্ন শুধু জাগে—
ঃ সৃষ্টি আকাশে পৃথিবী কি আজও
দেবতার বিদ্রূপ ?

ভীষণকে দেখেছি বনানীর গহনে
শ্বাপদ-হিংস্র জগতের সূর্য বিহীন তমসায়,
আর আত্মদম্ভী শকুনের
গ্রীবা ভঙ্গীর উন্নাসিক পরিচয়ে।
দেখেছি ভূমিকম্পের তাণ্ডব,
আগ্নেয়গিরির ধ্বংস কামনা,
বন্যার মধ্যে আবর্তিত সহস্র সহস্র মৃত্যু।

এরই মাঝে আমাদের ছোট্ট জীবন—
আর ছোট পৃথিবীর গাছে গাছে
অজস্র চাঁপা আর করবীর উচ্ছ্বসিত হাসি।



নবীনার দুই চোখে যে মায়া শিশির-
জীবনের ভরা তীর কামনায় জ্বালে,
সোনালী বিকাল বেলা—,
কালো চুলে গোধূলি আবির—
ঃ আমার দিগন্তে আছে
একমাত্র তাহারই প্রতীক।

পৃথিবীর মৃতবৎসা আনন্দের শেষে
যে উচ্ছ্বাস হাল ভাঙা
আমারে ভোলায়—
তাহারে দেখেছি কোন
নতুন জগতে ঃ
দুই চোখে ঘেরা তার মায়ার শিশির,
চুলের স্তবকে মুখ
—মল্লিকা রায়।



ঘরের বাইরে আঙিনা যার বিদেশ—
কেমন ক'রে তাকে বোঝাব
সমুদ্রের ব্যাকুলতা
আর অরণ্যে ঝড়ের তাণ্ডব।
মুখর নদী সে দেখেনি—
দেখেছে ঘোমটার ফাঁকে
শান্ত সরোবর।
(তার প্রাণে জোয়ার আনা—
—তাও কি সম্ভব ?)
আকাশের ব্যাখ্যা সে ত' অবান্তর॥

আজ এই নিস্তরঙ্গ বাতাসে
যে ছায়া কাঁপে—
সেই তার জীবনের ছায়া;
আর শান্ত দুপুরের যে ক্লান্তি
সে ত' তারই জীবনের প্রতিচ্ছবি॥

পোড়ো বাড়ী সবাই আমায় বলে—
যদিও আজ আর বাড়ী নই ঃ
একখানা মাত্র ঘর।
ধ্বসে গেছে ছাদ
আশে পাশে ভাঙা ইঁটের স্তুপ।
সবাই মিশেছে মাটীতে ঃ
একমাত্র আমি আজও
নিজের সীমায় দাঁড়িয়ে।

আজ আমারই এক ধারে
দেখা দিয়েছে অশ্বত্থের চারা—
নীরস দেহে আমার
প্রাণের রস থাকতে পারে
বুঝিনি কখনও আগে।
চারা গাছের বাড়ন্ত দেহ
একদিন জানি আমায় দেবে চূর্ণ ক'রে-
কিন্তু কেউ ত' জানবে না
পোড়ো বাড়ীর ইঁটের স্তূপে
প্রাণ-ফল্গুর ধারা।

আবার এসেছি ফিরে।

দিন কেটে গেল
জ্বলন্ত উদ্বেগে—
তবুও আকাশে
সাদা মেঘ ভাসে দেখি—
কোন্ বনে বুঝি বৃষ্টি নেমেছে
বাতাসে আভাষ তার।

এখন সন্ধ্যা : রোদ মোছা সান্ত্বনা
উদ্যম তাই নতুন আবার
গানের সাজিতে আগমনী গাঁথি
তোমারই প্রতীক্ষায়।
মিলন মাধুরী কল্পনা ঘেরা
আকাশের তারা কাঁপে—
স্বপ্ন জানায় আভাষ তোমার।
কোন্ বনে বুঝি বৃষ্টি নেমেছে
উদ্বেল কামনায়।

দিনের জ্বলন শেষ—
আবার এসেছি তাই।

সুষুপ্ত নগরীর অপ্রসর পথে চলেছি–
দ্বিপ্রহর রাত
অন্ধকারে ঝিম্ ঝিম্ করে।
মনের মধ্যে ভাবনার ঝলক্
একে একে দীপ্ত হ'য়ে
মনের গহ্বরেই খেই হারায়—,
সারা জীবনে ওদের আর
চিহ্নও পাব না।
মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়ি
আঙ্গুলে ধরা সিগারেটের আগুনে
তারই ছায়া পড়ে।

মাথার উপরে আকাশও কি ভাবে?
ঃ এলো মেলো মেঘে
অসংখ্য তারার দ্যুতি
ক্ষণিকের জন্য ম্লান হয়।
হঠাৎ দেখি পূবের দিকে
হল্‌দে রঙের একটু খানি চাঁদ—
হাল্কা আলোয় কয়েকটা তারা
নিরুদ্বেগে চোখ বোজে॥

ভাবনায় যতি পড়ে—
পথের প্রান্তে এসে গেছি॥

মনের কথারা আত্মলোকের দান—
সবটুকু তার প্রকাশ পায় না মুখে,
তবুও বন্ধু বুঝতে কি পারনাক'—
হাতে হাত রাখা হৃদয়ের স্পন্দন ?

নিমেষে নিমেষে যে কথা উঠেছে জমে
ভাষার সীমায় বাঁধা তা অসম্ভব—,
চোখে চোখ চাওয়া না বলা বাণীরা তাই
আমার আমিকে ফোটায় মুকুল ভারে।

তোমার নয়নে যে হাসি ঝিলিক হানে
আলো থম্‌কানো পৃথিবী হারায় সেথা—
মনের স্বপ্ন সেইখানে রামধনু—
—সে সব ব্যথা কি কথায় প্রকাশ হয় ?

হাতে হাত রেখে মনের রক্ত রাগ—
জানাই, ছন্দা, মৌন অভিজ্ঞান।

পথের শেষ আছে স্বপ্নে—
তাইত' যাত্রার নেই শেষ।

চলতে চলতে দিন যদি ফুরোয়,
চরণ হয় ক্লান্ত—
তবু ত' চলা থেকে বিরতি নিতে
পারি না—,
হয় ত' বা কখন ঘুমিয়ে পড়ি
(আলস্যে নয়, ক্লান্তিতে)
চমক নিয়ে জাগি—ঃ
কি জানি থামার ফাঁকে যদি
চরম ক্ষণ ফাঁকি নেয়।

এ ত' মায়া নয়,
নিশির ডাকও নয়—;
যাত্রার শেষ যে আমারই শেষ
তাইত' চলা ফুরোয় না।

পথের শেষ আছে স্বপ্নে।

সমান্তরাল দিন চলেছে
একের পরে এক—
কোথাও জটিল, কোথাও এলোমেলো।
তারই মাঝে কবে কখন
একটী দিনের গান—
সারা জীবন রঙিয়ে রাখে
মনের মণি কোঠায়।
অনাবশ্যক কাজের ফাঁকে
কখন পড়ে যতি
—সেইটা চিরন্তন ॥

একে একে দিন চলে যায়,—
ফুরায় আয়ুর সীমা,
তারই মধ্যে চিরন্তনী
অল্প ক্ষণের মায়া।
সমান্তরাল দিন চলে যায়
একের পরে এক ॥

মৃত্যুর প্রান্তরে আজ
নবজাত শিশুর ক্রন্দন।

পলাশীর লাল পলাশেরা
মরে গেছে কতবার :
যোদ্ধবেশী কত অসহায়॥
কতবার সমুদ্র যাত্রায়
(তোমার আমার মত)
কত ক্লান্ত প্রাণ
সাগরের লোনা জলে
রুধিরের লবণ মিশায়।

তুমি আমি মুছে গেছি আলেয়া সন্ধ্যায়-
(ক্লান্ত দিন ফিরে যায় আজও)
রাত্রির প্রহর গুণি মনের আকাশে
আমরা নিয়েছি ছুটী ধূসর যাত্রায়।

অকস্মাৎ শোনা যায় শিশুর ক্রন্দন :
মৃত্যুর পঞ্জরে জাগে শ্যামলের ছায়া।
ব্যর্থতায় রিক্ত যত প্রেতাত্মার প্রাণ
শান্তি খোঁজে পৃথিবীর নবজন্মে আজ।

তোমার হাতে এসরাজ কাঁদে—
শ্রোতাদের মন উদ্বেল
ব্যথায় আবিষ্ট।

আমি থাকি ঘরের একটি কোণে ; —
সুরের বিন্যাসে প্রাণের
উদাস তন্ত্রীতে কাঁপন লাগে :
(তোমার ব্যথায় আমার অনুভূতি মেশে)।

গান থামতে চমক ভাঙল'—।
শ্রোতারা বিদায় নেয়,
কাউকে দিলে হাসির মালা
কেউ বা অভিনন্দিত হ'ল
তোমার স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে।

আমাকে যেতে হবে অনেক দূর—
পথের সাথী পেলুম
অনির্বচনীয় সুষমায় :
তোমার অপূর্ব গায়ত্রী রূপ।

তোমার এ লিপির লেখা—
বইল প্রাণে যে বারতা—
আসা যাওয়ার পথের ধারে
কি দেব তার দাম ?
তাইত' তারে রাখছি ঘিরে
হৃদয় পাতার অন্তরালে—
বাহির পথে ধূলার মানুষ
জানবে না তার নাম।

* * * *

তোমার গোপন কথা
এনেছে জীবন—
নিজেরে গোপন করা
কামনার রঙে আজি মোর।

না বলার অন্ধকার
নিয়েছে বিদায়—
প্রস্ফুটিত জীবনের
অমৃত মঞ্জরী।

* * * *

দিনান্ত দিন কেটে যায় আজও
অদ্ভুত প্রত্যাশায়—
স্বপ্ন ব্যাকুলতায়।
ক্ষণে ক্ষণে রচি মায়া
ক্ষণে ক্ষণে যায় নিভে—
তবু সুন্দর রূপ খুঁজে ফিরে
অন্তর .বৈভবে॥

*   *   *   *

তোমাকে কেবল আমিই বুঝতে পারি
—ছিল যে আমার গর্ব।
ব্যঙ্গের বাণে বিঁধলে যে দিন
তখন ভাঙল ভুল—
এক নিমেষেই ফুরোলো আমার
তাসের প্রাসাদ পর্ব।

*   *   *   *

তোমাকে পাঠাব কবিতা
মনে ছিল সেই সাধ--
—হয়ত' তা অপরাধ।
কথায় সুরেতে মনের বরফ
আমি যে চেয়েছি গলাতে -
জট বেঁধে গেল লেখার ভাষায়
সহজ যা ছিল বলাতে।

*   *   *   *

কাক চক্ষু আকাশের যে গভীর কথা
প্রাণের প্রাঙ্গনে কাঁপে রাতের তারায়--
তোমার কাজল চোখে সেই আকুলতা
মালবিকা, তার মাঝে নিজেকে হারাই।

*   *   *   *

তোমার মিলন ক্ষণে
তোমাকেই ভুলে যদি যাই—
অমূল্য বিস্মৃতি সে যে
অন্তহীন হর্ষ বেদনায়।

দীপ জ্বেলে অর্ঘথালা
সাজাইনি বিদায়ের কালে—
তোমার অরূপ রূপ
ছন্দিত করেছি চিত্ত তলে।

* * * *

আমাকে সম্রাট তুমি করেছ,
মাধবী,
তোমার মনের রাজ্য
শুধু আমিময়—;
তোমার সপ্তর্ষিমায়া
আমারেই কেন্দ্র মানি চলে,
প্রাণের ভাণ্ডার ভরি
আমাকেই করেছ সঞ্চয়।

* * * *

পৃথিবী আমার বন্ধ্যা কখনও হয় কি ?
ফুলের ভাষায় ফসল ভরেছে স্বপনে—
সেখানে তোমার প্রশ্ন মিথ্যা ক্ষণিকা,
ইমারত গড়ি টুকরো ভাষার ঝলকে।

তোমার আবেগে নিজের কথায় মেলানো
লুকোচুরি দিয়ে সত্য রচনা করে—
সেইত' বিতান ফুলে ফুলে ভরে লতারা,
—পৃথিবী আমার বন্ধ্যা কখনও হয় কি ?

রাতের স্বপ্ন বিফল ক্ষান্তি মানে—
ভোরের তারারা ঝরে পড়ে
বেদনায়—;
অরুণ আবেগ ঃ প্রখর বৈতালিক,
মুখর মাধবী পথে অবলুণ্ঠিতা।

আগমনী রচে দিবসের কল্লোল—
অগ্রগামীরা আহুত্রির অবশেষ ;
সূর্য জানায় প্রখর পরিক্রমা
—ভোরের তারারা ঝরে যায় বেদনাতে।

বুকের ভিতর ঘিরে
জমেছে আঁধার—
কত রাতে কত স্মৃতি
কত অন্ধকার ॥

•

মেঘের মতন তার চুলের স্তবক—ঃ
প্রবালের হাসি ছিল জগত আমার ;
বেদনা বিদ্যুৎ ছন্দ চিত্ততলে জ্বলে
জীবনের দুই তীর আজ অনুদার।

ভালো যে বেসেছি তারে গল্পের মতন-
উচ্ছল অতীত গেছে দূর হাত ছানি,
স্মৃতিটুকু ক্লান্তি মানা নামায় আঁধার—
আমার জীবনে কৃষ্ণা তবু কতখানি।

প্রতিদান বলে দিইনিক' কিছু
মিত্রা তোমার প্রেমে—
তুমি চেয়েছিলে আমায় তোমার
জীবনের অনুগামী।

বরমাল্যের ডালি ভরে নিয়ে
বরণ করিনি ঘরে—
আমায় পূর্ণ করেছি তোমার
মাধুর্য নিয়ে শুধু।

বাদল ধারা হ'ল সারা –
এবার কি তবে শরৎ ?
দিগন্ত বিস্তার সোনালীর
হাতছানি কই ?
কোথায় গেল শালুক-সুঁদির হাসি ?

চোখের ধারা বুকে এসে থামে—ঃ
বিশৃঙ্খল ক্ষুধায় দুর্যোগ।
—এ বর্ষার কি শেষ নাই ?

প্রাণ চঞ্চল পৃথিবীর সাথে
আমার নতুন পরিচয়।
এতদিন জেনেছিলুম শুধু
আকাশ বিশাল—অদ্ভুত নীলিমায় লীন,
মাটির মাধুর্য ছিল অজ্ঞাত।
স্বপনচারী মন নিয়ে দেখেছি
সূর্য প্রদক্ষিণ পথে রঙের আবেশ—
আর সকাল সন্ধ্যায়
নভোচারী পাখির'কাকলী।

আজ হঠাৎ চোখে পড়ল'
ধানের শিষে নাচের ঐক্যতান—
মন চোখ মেলে ঃ
মানুষের কর্মক্ষমতায় অপূর্ব প্রেরণা
—এক নতুন জগৎ।



সূর্য-জীবন সূর্যমুখীর
রৌদ্র স্বয়ম্বরা—
জীবনের খোঁজে দলগুলি তার মেলে।
প্রাণের আগুনে জীবন উৎস
উৎসব সারাদিন—
অনিমেষ আঁখি
সৌর কক্ষচারী।

জীবন সূর্যে দেখেছি
সুদূর নীলেঃ
জ্বলন্ত প্রেম আকাশের গায়ে আঁকা।
তারই পথ চেয়ে
প্রহর গুণেছে
ধরার সূর্যমুখী।

অসীম কি মধুর ?
—সে ত' ত্বুর্লভ মাত্র !
কিন্তু আমার এই ছোট্ট ঘরখানি—
তার দাম কি এতই তুচ্ছ ?
অসীমের দুস্তর নিঃসঙ্গতার মাঝে
এই যে উষ্ণ শান্তি—
সে কি উপরি-পাওনা ?

প্রতি দিনের টুক্‌রো মুহূর্তে—
সে ত' একমাত্র আমারই—।
ওরা আমার জীবনের স্রষ্টা :
ছোট ছোট কামনায়
তারা আমার বেদনার সাক্ষী।

(অনন্তের ডাক হাওয়ায় মিলায়।)

আমার অপরিসর জীবনে
যারা আমার একান্ত আপনার—
সে আমার ছোট্ট বাসাটী
আর অবসর ক্ষণের মুখর মুহূর্তগুলি।

সমস্ত আকাশ ভরেছে মেঘে ;
কালো সজল ভারী মেঘে—
তোমারই মত যা গলে পড়তে চায়
ঝরে পড়তে চায়—
আত্মদানের করুণায়।

বর্ষণমুখর হৃদয় তোমার—
আমি দেখি, আর দেখি—,
মুগ্ধ হই— ;
তৃপ্তিতে শান্তিতে ভরে উঠি—।

কিন্তু আমি তোমায় কী দেব
—তুমি ত' কিছুই চাও না।
আমার ছন্দ রইল
তোমার দ্বারে—,
রইল আমার অনুভূতি নিয়ে
তোমার মধ্যে প্রকাশের আশ
আর যা রইল অব্যক্ত
তা থাক তোমার মধ্যে

যার মধ্যে কোন খুঁত নেই
তাকে কি ভালোবাসা যায় ?
দেহে এবং মনে যে নিখুঁত
তাকে শ্রদ্ধা করি—
সসম্ভ্রমে দূরে থাকি —
কিন্তু সমাদরে কাছে ত' টানি না।
লোকটা যাই হোক—
আমার ভালোবাসা তার ত্রুটিগুলোকেই
তার দোষগুলোই বারবার
আলোচনা করি—
আর সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হই,
—শ্রদ্ধায় নয়, প্রীতিতে।

আমার মধ্যে আছে ত্রুটি
আছে অনেক বিচ্যুতি—
তোমার ত্রুটিতেই তাই
এত করে নিজেকে মিলাতে পারি।
তোমার আছে মায়া—
আছে আলো, অন্ধকার,
তাইত' নিজেকে বিলাবার এ সুযোগ
ছাড়ি না—।
তোমার সঙ্গে আমার
তাই এত মিল—
আর সে মিল ত' তোমার ত্রুটির মিলন
আমার ত্রুটির সঙ্গে।

আকাশের সাত তারা—
সপ্তর্ষির অনন্ত জিজ্ঞাসা—,
মহাকাল জানায় ভ্রূকুটী
পূর্বের দিগন্ত হতে
কালপুরুষের
নিত্য চলে পশ্চিমের খেয়া।

আমরা অনেক দূর ঃ
নক্ষত্র সীমার—;
দিন হতে দিন
নয়নের জলে খুঁজি
সান্ত্বনা কেবল।

অমর নক্ষত্র জাগে,
বাসর সাজায়—;
পৃথিবীর দাম শুধি
মরণের দানে—
মাটীর ধূলায় মোরা
ঋণ করি শোধ।

আগ্নেয়গিরিতে তুষার পাত দেখেছ ?
—নরম শুভ্রতা ?
কালো পাহাড়ের রূপ বদ্‌লে,
রুদ্রের প্রভাকে ম্লান করে,
ধোঁয়ার কুণ্ডলী থমকানো
কুচি কুচি শীতলতা ?
দীপ্তি হয়ত' ক্ষীণ—
(ঠিক বলা যায় না)
তবু কী অপরূপ—,
গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই আর অঙ্গার নয়
—নরম তুষারে ইন্দ্রধনু ।

তুমি বলবে—ওটা ত' মায়া
ধুয়ে যাবে খানিক পরেই—
মুছে যাবে সমস্ত আগ্নেয়গিরি ।
আবার মহাকাল ঃ
শাশ্বত প্রবাহে ধ্বংস—
সেই তার আসল রূপ ।

মায়া কি মিথ্যা ?
লাভা স্রোত ধাতব মনকে
তোলপাড় ক'রে তোলে,
তবু তার মধ্যে যে অপরূপ
তুষার-শান্তি
সে কি এতই তুচ্ছ ?
মহাকালের বুকে কুচি কুচি মায়া ঃ
(গুঁড়ো ছাই নয়—ইন্দ্রধনু)
তাকে যে ম্লান করে
এমন স্পর্ধাও কি মার্জনা পাবে ?